ইকফাই ও বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ অনুষ্ঠান
শুধু আনুষ্ঠানিকতায় প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ণ সম্ভব নয়
চাই কার্যকরী ধারাবাহিক উদ্যোগ: মন্ত্রী, সাংসদ

কামালঘাট, ৩ ডিসেম্বর:
শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষমদের জন্য হৃদয় কাঁদবে শুধু আনুষ্ঠানিকতায়, এমন চলতে থাকলে প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় উন্নতিসাধন বা তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য কোনদিনই পরিপূর্ণ হবে না। মনন ও নিষ্ঠার সাথে এদের পরিচর্যা করতে না পারলে প্রতিবন্ধী উন্নয়ণ সম্ভব নয়। বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরা কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে শণিবার একযোগে এই বার্তা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী রতন ভৌমিক, সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত এবং আগরতলা পুর নিগমের মেয়র পারিষদ ফুলন ভট্টাচার্য্য।

শণিবার দুপুরের অনুষ্ঠানটি একদিকে যেমন ছিল নিপাট গোছানো তেমনি ছিল হৃদয় বিদারক। ত্রিবিদ্য সেনগুপ্ত নামে এক মূক বধির কিশোরের মুখ তখন মাইক্রোফোনে। ও রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইবে। পেছনে ওর হাতদু'টি জাপটে ধরে দাড়িয়ে জননী। গানের সুর বেরোচ্ছে কিন্তু আওয়াজ অস্ফুট। একটু অস্বস্তিতে বাবা তুষার কান্তি সেনগুপ্ত। তবু সামলে নিয়ে ছেলের ফটো তুললেন। কয়েক লাইন গুনগুন করেই শেষ। পুরো অনুষ্ঠানে তুমূল হাততালি। মন্ত্রী, সাংসদ, অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ ও উপস্থিত দর্শকদের মুখ ভার। মেয়র পারিষদ ফুলন ভট্টাচার্য্যকে দেখা গেল সন্তর্পনে চশমার ভেতরে তর্জনী ঢোকাতে। তাকানো যায়নি প্রতিবন্ধী সন্তানদের নিয়ে অনুষ্ঠানে আসা অভিভাবকদের দিকে, কারণ ওদের সবার চোখ তখন ছলছল।

উৎসাহের অবশ্য খামতি চোখে পড়েনি। ভাষণদান পর্বের মাঝে মাঝেই গান নৃত্য উপহার দিয়েছে শুভ দত্ত, সৌরভ নাথ, রীতবান দাস, শুক্লা সূত্রধর এবং পূজা দাস। গান নৃত্য উপস্থাপন করে ওদের চোখেমুখে সে কি অনাবিল আনন্দ। ওয়েল ডান বলতেই চটপট জবাব 'থ্যাঙ্ক ইউ'। আজকের অনুষ্ঠানে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার বি.এড স্পেশাল এডুকেশণ বিভাগের পড়ুয়ারা 'আলোর দিশারি' নামক এক নাটক মঞ্চস্থ করে যা উপস্থিত সকলের বিশেষ প্রশংসা কুড়োয়।

প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক, শারীরিক অসুবিধা ও তাদের অভিভাবকদের অস্বস্তির প্রতিফলণ ঘটে অতিথিদের ভাষণে। শুরুতেই ফুলন ভট্টাচার্য্য বলেন, আনুষ্ঠানিকতা ও সীমাবদ্ধতার আঙ্গিকে আটকে না থেকে প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নয়ণে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। তিনি বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুরা যে সমস্ত হস্তকারু শিল্পের যে সম্ভার সাজিয়েছে সেগুলি সঠিক উপায়ে বাজারজাত করা প্রয়োজন। এজন্যে তিনি প্রতিটি মেলায় প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা স্টল রাখার কথা বলেন। ফুলন ভট্টাচার্য্য আরো বলেন, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় প্রতিবন্ধীদের হস্তশিল্প প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য স্টলের ব্যবস্থা করতে তিনি নিজে উদ্যোগ নেবেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে তপশীলি জাতি, জলসম্পদ ও পর্যটন দপ্তরের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী রতন ভৌমিক জানান, প্রতিবন্ধীদের সার্বিক উন্নতি সাধনে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার নিরলস প্রয়াস জারি রেখেছে। সমাজকল্যাণ দপ্তরের তরফে প্রতিনিয়ত উদ্যোগ রয়েছে। তারপরেও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে আমাদের সকলের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। তিনি জানান, বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি চাইলে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের সার্বিক উন্নয়ণে ত্রিপুরা তপশীলি জাতি উন্নয়ণ নিগম থেকে স্বল্পসুদে ঋণ নিতে পারে। প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের পড়ানো ও আনুষঙ্গিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ শিক্ষক শিক্ষণ কোর্স চালু করেছে জানতে পেরে মন্ত্রী রতন ভোমিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান।

এর আগে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত। বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার পক্ষ থেকে অতিথিদের পুস্পস্তবক ও স্মারক উপহার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। স্বাগত ভাষণে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এড (স্পেশাল এডুকেশন) বিভাগের অধ্যক্ষা ডঃ মাধবী শর্মা জানান, প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স চালুর আগে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাথে এক সমঝোতাপত্র সাক্ষর করে। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শরিক হতে পেরে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় গর্ব অনুভব করছে।

উদ্বোধকের ভাষণে সাংসদ শংকর প্রসাদ দত্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় ও ভাষণে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ণ সম্ভব নয়। তাদের উন্নতিতে চাই ধারাবাহিক কার্যকরী পদক্ষেপ। সরকারী বে-সরকারী সমস্ত স্তরেই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস জরুরী। শংকর প্রসাদ দত্ত বলেন, নিয়মের কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তিনি সাংসদ উন্নয়ণ তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় ফান্ড প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ণে দিতে রাজি আছেন। এজন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পাঠাতে তিনি বিদ্যা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতি অনুরোধ জানান।

****